টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

চাষীভাইদের প্রকৃত বন্ধু

বারিধারা-মেনন পাম্প সেট

মোট মূল্য টাঃ ৩৫৫৯·২৬

স্থাঃ অফিস—২৬/৩/এ, শহীদ সূর্য্য সেন রোড

গোরাবাজার ॥ বহরমপুর

বিশেষ আকর্ষণ

জঙ্গীপুর ও সাগরদীঘিতে কোম্পানীর মেশিন

মেরামত করিবার নিজস্ব মিস্ত্রী থাকিবে।

৫৯শ বর্ষ
২৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১লা কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
১৮ই অক্টোবর, ১৯৭২

নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

লোন এবং খয়রাতি বণ্টনে গ্রামাধ্যক্ষের দুর্নীতি

সাগরদীঘি, ১৫ই অক্টোবর—সম্প্রতি এই থানার ৩নং বারালা অঞ্চলের ৬নং চন্দনবাটী গ্রামসভার অধ্যক্ষ সেকেন্দার সেখের বিরুদ্ধে পুনর্বাসনের জন্য লোন এবং খয়রাতি সাহায্য বণ্টনে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে।

প্রকাশ, উক্ত গ্রামাধ্যক্ষ দুর্গাপুর এবং কানদীঘি গ্রামের সাতজন লোকের কাছ থেকে পুনর্বাসনের জন্য লোন দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ৫ মাস আগে মাথা পিছু দুই টাকা হিসাবে ১৪ টাকা নগদ, ২ বোতল মদ, মাছ, বিস্কুট, ডিম, সিগারেট ইত্যাদি উৎকোচ হিসাবে নেন এবং উন্নয়ন সংস্থা অফিসে আসতে বলেন। গ্রামবাসীরা তাঁর সঙ্গে অফিসে এলে তিনি তাঁর ভাগ্নেকে লোন দেবার ব্যবস্থা করে গোপনে অফিস ত্যাগ করে চলে যান। এইভাবে তিনি উৎকোচ গ্রহণ করে ভূমিহীনদের বঞ্চিত করেছেন।

তাছাড়া তিনি খয়রাতি বণ্টনেও স্বৈরাচারিতার আশ্রয় নিয়েছিলেন—কিন্তু সফল হননি। তিনি ৬ জনের নামে 'ডবল্ টোকেন ইস্যু' করে (টোকেন নং ৭৬৭, ৭৬১, ৭৮১, ৭৭৭, ১০৮৫) একই লোককে দুইবার করে খয়রাতি সাহায্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। পরে স্থানীয় ছাত্র এবং কংগ্রেস কর্মীরা ব্যাপারটি জানতে পেরে তাঁকে ঘেরাও করেন। তখন তিনি বিলিকৃত গম এবং টোকেনগুলি যাকে যাকে দিয়েছিলেন তাদের কাছ থেকে ফেরত আনিয়ে সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করেন। একই নামে দু'বার টোকেন যাদের দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে ২ জনের নাম হল জাফর সেখ এবং আফজল দেওয়ান। আর তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত গম এবং টোকেন ফেরত এনে যাদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা হয়েছে তাদের মধ্যে দু'জন হল—ঝিকির সেখ এবং কাসেম সেখ।

জঙ্গিপুরের কড়চা

॥ পূজা মণ্ডপে চিত্র-প্রদর্শনী ॥

জঙ্গিপুরে দুর্গাপূজা শেষ হ'লো। অন্যান্য বছরে যে কয়েকটি পূজা হয়, এবারেও সেই তাই-ই হয়েছে; কিন্তু এবার প্রত্যেক মণ্ডপেই সাজসজ্জায় নূতনত্ব আনার চেষ্টা হ'য়েছে এবং সেগুলি সফল হ'য়েছে বলা চলে।

বিশেষ ক'রে অগ্নিফৌজ পূজা মণ্ডপে কর্ম্মকর্ত্তারা যে চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন ক'রেছিলেন, তাতে তাঁদের পরিচ্ছন্ন রুচির প্রশংসা করতে হয়। চিত্রগুলি কলাবিদ্‌দের চোখে কতখানি সার্থক বলতে পারি না। কিন্তু সাধারণ মানুষের দৃষ্টি নিয়ে এটুকু বলা বোধ হয় অন্যায় হবে না যে চিত্রগুলি শিশু ও তরুণ চিত্র-শিল্পীদের প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণ। প্রায় চল্লিশটি চিত্র এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। তন্মধ্যে জাগ্রত রায়ের "রাউল আমি একতারাতে" ছবিখানিতে বাউলের একতারা বাজিয়ে পথপরিক্রমার দৃশ্যটুকু খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। স্বপন রায়ের "নাগেরে খেলাই" ও "বেকার," কিরণের "চিন্তান্বিত," মন্টুদার "আর্ত্তনাদ" প্রভৃতি ছবিগুলিও সত্যই সুন্দর। শ্রীসুভাশিষের "ম্যাডোনা" ও অন্য দুইটি আধুনিক পদ্ধতিতে অঙ্কিত ছবি প্রশংসার দাবী রাখে। প্রবীর বিশ্বাসের ছবিগুলির মধ্যে "ক্ষুধিত পাষাণের পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ" ছবিটি এক মনোগ্রাহী চিত্র। বলতে গেলে সব ক'খানি ছবিই সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছে।

—৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

৺বিজয়া অভিনন্দন

আমাদের পত্রিকার গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা ও বিভিন্ন অঞ্চলের সংবাদদাতাকে ৺বিজয়ার সান্তর প্রীতি-অভিনন্দন জানাইতেছি এবং প্রত্যেকের স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করিতেছি।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৭৯ সাল।

॥ ৺বিজয়া ॥

শুভ ৺বিজয়ার পর আমরা এই প্রথম প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি। আমাদের পত্রিকার পাঠক, গ্রাহক-অনুগ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি আমরা ৺বিজয়ার সান্তর অভিনন্দন ও শুভকামনা জানাইতেছি; তাঁহাদের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করি। সমস্তাদীর্ণ এই রাজ্যে শান্তি আসুক—মায়ের নিকট এই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' একখানি ক্ষুদ্র সাপ্তাহিক হইলেও ইহা নির্ভীকভাবে যত অপ্রিয়ই হউক, সকল সত্য বলিবার ক্ষমতা রাখে। বোধ করি, এই জন্যই সে সকলের স্নেহধন্য হইতে পারিয়াছে। আর ইহাই এই পত্রিকার প্রেরণার উৎস।

মা আসিয়াছিলেন। 'আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে' দেশ ছাইয়া গিয়াছিল। নবমীর নিশি-প্রভাতে মায়ের বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছিল কন্যাকে বিদায় দেওয়ার পালা স্মরণ করিয়া। কিন্তু বিদায় দিতে হইয়াছে। বর্ষ-চক্রের আবর্তনে আবার একদিন শারদ-প্রভাতে তিনি বঙ্গের অঙ্গে অঙ্গে আনন্দ পুলকের শিহরণ জাগাইয়া তুলিবেন। এই আশাই বর্তমান বিরহবিধুর মুখচ্ছবি ক্ষণিকের জন্য উদ্দীপ্ত করে। তথাপি সব কিছু ছাপাইয়া মায়ের প্রত্যাগমন মনবীণায় যে বিষাদের সুরমূর্চ্ছনা জাগায়, তাহা একান্ত উপলব্ধির বিষয়। যে সুন্দরের সঙ্গলাভে অন্তর ধন্য হইয়াছিল, এখন তাহার পরিসমাপ্তি। কিন্তু মিলন সুধাটুকু এখনও প্রাণে সঞ্চিত থাকে বলিয়াই শত্রু মিত্র, স্বজনপরজন নির্বিশেষে আমরা প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হই। মনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভজঞ্জালকে স্থান দিতে চাহি না। স্বতঃই মনে হয় 'মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'। বলিতে চাই 'তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে কেহ নহে নহে দূর; আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তারি বিচিত্র সুর'। ইহাই ভারতের মর্মবাণী।

মহামানবদের ধ্যানের ভারতের বিপন্মুক্তি কতদিনে হইবে? পৃথিবীর বুকে অশান্তি-বহ্নি নির্বাপনের কি কোন উপায় নাই? রাজনীতির মঞ্চে নানা পঙ্কিলতা শাসনযন্ত্রকে জটিলতার পথে লইয়া যাইতেছে; সামাজিক বিশৃঙ্খলার উপরে আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক পীড়ন-আবর্তে ভারত তথা পৃথিবী একান্ত অসহায়। 'শান্তির ললিত বাণী' ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত হইয়াছে। এক অদ্ভুত অস্থিরতার মধ্য দিয়া পৃথিবী চলিতেছে। হিংস্র লোলুপ চক্রের ক্রুর চক্রান্তে জীবন বিপর্যয়ের পথে। চৈতন্যরূপিণী আমাদের আত্মচৈতন্য দান করুন।

৺বিজয়া মানুষের শুভবুদ্ধি, মহৎবোধকে জাগাইয়া দেয়। আমাদের রাষ্ট্রে তথা রাজ্যে বহু ব্যাধির ভার। ইহাদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া একটা হারকিউলিসীয় কাজ। এই অবশ্য কর্তব্যের সম্পাদন এক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছাড়া সম্ভব নয়। মাতৃ-মন্ত্রের চির উপাসক বঙ্গসন্তান আজ জগন্মাতার নিকট সেই মহান্ উপাসকের আবির্ভাব প্রার্থনা করিতেছে।

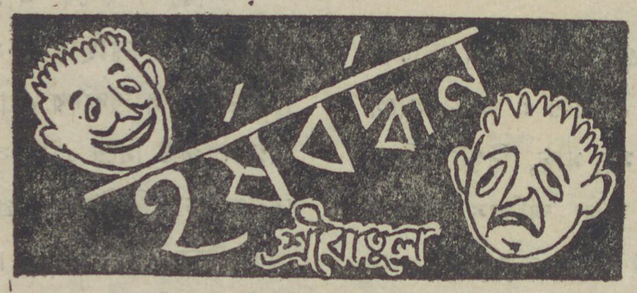

পূজার জৌলুস

মহাপূজা হয়ে গেল। আবালবৃদ্ধবনিতা বাঙ্গালী দিনকয়েকের জন্যে মেতে উঠেছিলেন। নিত্য-দৈন্য সাময়িকভাবে চাপা পড়েছিল। এই যে মহাপূজা—বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর নানা অভিব্যক্তি। ঐতিহ্যশালী জমিদার শ্রেণীর পরিবারে মায়ের পূজা একরকমের বিরাট মাতৃদায়। সেই অতীত রবরবা ত নেই; জমিদারী চলে গেছে; বিরাট কাছারি-বাড়ি ও পূজামন্দির অসংখ্য চামচিকার আস্তানা হয়েছে। পূজার আয়োজনে শুধু দীর্ঘশ্বাস আনে বার বার। অনেকেই বার্ষিক এই উৎসব তুলে দিতে বাধ্য হয়েছেন; কেউ বা দিয়েছেন ইচ্ছে করেই। আর অনেকে পারিবারিক বনেদিয়ানাটুকু এখনও ছাড়তে পারছেন না। খোলসের উপর দাঁড়িয়ে অতীতের স্বপ্ন দেখেন—ঝাড়বাতির রঙিন আলো, শ'য়ে শ'য়ে লোকের অন্নগ্রহণ—দূরদূরান্তের গায়ক নিয়ে মজলিস—প্রার্থী বিদায়। বর্তমানের মহাশূন্যতার আজ সম্বল শুধু নিঃসম্বলতা।

এখন বারোয়ারী মণ্ডপগুলির জাঁকজমক বেশি। মায়ের অর্চনার বহিরঙ্গকে পরিচ্ছন্ন ও জমাটি করে তুলতে সকল রকমের পরিশ্রম চলেছে। সাধ ও সাধ্য দুইই সমানতালে এগিয়ে চলে, কাজেই এই সব অনুষ্ঠানে মায়ের আগমন নিত্যনূতনত্ব আনছে।

নূতনত্ব আনছে প্রতিমা নির্মাণ বৈচিত্র্যে। মৃন্ময়ীর নানা ক্রিয়াভঙ্গিমা, চাহনির হরেকরকম কায়দা, অসুরের ভঙ্গি দিতে গিয়ে শিল্পী দেবীকে অনেক-সময় ব্যাকগ্রাউণ্ডে ঠেলে দেন। ডাক-শোলা-কাগজের সাজের বাহারের কথাই নাই। তবে সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে প্রতিমা তৈরীর বিভিন্ন উপকরণ। মায়ের আবির্ভাব ঘটছে শোলায়, ঝিনুকে, কাগজে, বাঁশপাতায়, চাল-ডাল-গম প্রভৃতিতে। শিল্পীদের এই নিয়ে প্রতিযোগিতা চলছে পুরোদমে। এটা স্বাস্থ্যকর।

জৌলুস ব্যবসায়ীমহলে। বিশেষতঃ বস্ত্র ব্যবসায়ীর। হরেক জাতির কাপড় হরেক দামের। আর কাপড়ে বিবেট দেওয়ার 'বেট' চলেছে। খবরের কাগজগুলি প্রাকপূজায় যেন ডেকে কথা বলে। 'নগদ জিতুন' এর ঠেলায় বেচারা বাবু গিন্নীদের চাপে কাবু। নয়ারুচির পোশাক-আসাকে কার্ত্তিক ও লক্ষ্মী সরস্বতীদের দেহ সুশোভিত; মূল্য গুনতে পূজা অ্যাডভান্স বা পূজা-বোনাস (যাঁরা পান, আর যাঁরা পান না?) নিঃশেষিত, ক্রেতাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দিতে ব্যবসায়ীমহল ড্রসেরা-সানভিউ-কলসপত্রবৃক্ষের ভূমিকায় নামেন। বেচারা ক্রেতা '.. পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়'।

জৌলুস ময়রা-মুদির যাঁরা 'চক্ষু মুদি' আপন পণ্যের একদর রাখেন। এ কদর প্রশংসনীয়।

জৌলুস জামাতা বাবাজীর, তদীয় পত্নীর, তস্য শ্যালক-শ্যালিকাদের এবং তাদের মায়ের। শুধু নির্বাক-নিস্পন্দ-নীরস-নিরেট-নিষ্প্রভ-অসামাজিক-শ্রীযুক্ত বাবু অমুকচন্দ্র —।

জেলার বিভিন্ন স্থানে অগভীর নলকূপ প্রকল্পের উদ্বোধন করে গেলেন কৃষিমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার

গত ৮ই অক্টোবর সকাল ৮টায় কৃষিমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার মহাশয় ট্যাগোর সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বহরমপুর ১নং ব্লকে শ্রীপুরডাঙ্গা ও কয়া মৌজায় ছয়টি বিদ্যুৎচালিত অগভীর নলকূপ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীকালীপদ ঘোষ, জেলা শাসক মহাশয় এবং কৃষি-মন্ত্রী শ্রীসাত্তার প্রধান অতিথি ছিলেন। সভায় সংসদ সদস্য শ্রীসনৎ রাহা, শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত, শ্রীহিমাংশু ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই প্রকল্পের যৌক্তিকতার ব্যাখ্যা করেন এবং জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে বলেন।

কৃষিমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার তাঁর ভাষণে বলেন —শিক্ষিত লোকে আগে গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে বাস করতেন চাকরী নিয়ে। এখন সেই শহর হয়েছে নরক, সেখানে চাকরী পাওয়া যায় না। সরকারী নীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, বর্ত্তমান সরকারের নীতি হোল গ্রামগুলির পুনর্জীবন। গ্রাম পুনর্জীবনের অর্থ হোল চাষীদের বাঁচান।

সরকার টাকা সাহায্য দেবেন ছোট ছোট চাষীদের। ট্যাগোর সোসাইটির প্রকল্প হোল ছোট চাষীদের একত্রীভুক্ত ছয় একর জমিসহ সমবায়। এই প্রকল্প সরকার গ্রহণ করেছেন। এই গ্রুপে মিললে চাষীদের কোন টাকা অগ্রিম জমা দিতে হবে না। এজন্য চাই চাষীদের মিলন এবং হৃদয়ের বিপ্লব। গলা কাটা বিপ্লব আমরা চাই না। এমনি করে গ্রামে গ্রামে এই অগভীর নলকূপ প্রকল্প হোলে তিনটি করে ফসল ফলবে, চাষীর দুঃখ দূর হবে, দূর হবে দেশের খাদ্যসমস্যা। শুধু তাই নয় এতে করে বেকার সমস্যাও দূর হবে।

এখান থেকে শ্রীসাত্তার বেলডাঙ্গা ১নং ব্লকের গঙ্গাপুর মৌজায় যান। সেখানের ব্লকের অধীন ২৪টি বিদ্যুৎচালিত অগভীর নলকূপ তিনি উদ্বোধন করেন। ঐ দিন শ্রীসাত্তার মুর্শিদাবাদে মোট ৩০টি বিদ্যুৎচালিত অগভীর নলকূপ উদ্বোধন করেন এতে মোট ৬২৪ একর জমি সেচের জল পাবে এবং ৬০৭টি চাষী উপকৃত হবে।

মন্ত্রী সকাশে গ্রামবাসীদের এক প্রতিনিধিদলের আর্জি পেশ

বাহাগলপুর, ১৩ই অক্টোবর—গত ৭ই অক্টোবর সুতী ২নং ব্লকের অন্তর্গত বাহাগলপুর গ্রামের প্রায় তিনশত লোকের এক মিছিল কলিকাতায় রাজ-ভবনে উপস্থিত হয়। সেখানে মিছিলের পক্ষ হইতে ডাঃ মৃণাল দাশগুপ্ত ছয় জন প্রতিনিধিসহ নয় দফা দাবী সম্বলিত এক স্মারকলিপি লইয়া মহাকরণে যান এবং মুখ্যমন্ত্রী অনুপস্থিত থাকায় তাঁহার মুখ্য উপদেষ্টার হাতে তাহা প্রদান করেন। ঐ দিন তাঁহারা শিক্ষামন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহিত পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবসহ পৃথক পৃথক স্মারকলিপি পেশ করেন।

ওয়াগনব্রেকার গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি, ৩রা অক্টোবর—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর রাত্রি ৮টা নাগাদ এই ষ্টেশনের ৩নং প্ল্যাটফর্মের গুডস্-ইয়ারডে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ওয়াগন ভেঙ্গে ১ বস্তা সুফলা সার চুরির অভিযোগে, পোপাড়া গ্রামের কুখ্যাত ওয়াগনব্রেকার মুস্তাকিম সেখকে (৩০) ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীকানাইলাল চ্যাটার্জ্জী পুলিশের হাতে তুলে দেন। প্রকাশ, ঐ ওয়াগনে খাগড়ার জনৈক ব্যবসায়ীর সুফলা সার ছিল। খাগড়া ষ্টেশনে জায়গা না থাকায় ওয়াগনটি মাল খালাস করার জন্য এখানে কেটে রাখা হয়েছিল। মুস্তাকিম ঐদিন রাত্রে ওয়াগনটি ভেঙ্গে ১ বস্তা সার নিয়ে বাড়ী চলে যায়। ষ্টেশন মাষ্টার ব্যাপারটি জানতে পেরে কয়েকজন লোক নিয়ে তার বাড়ীতে হানা দেন এবং বস্তাটি উদ্ধার করেন। মুস্তাকিমকে সাগরদীঘি পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং ১লা অক্টোবর আজিমগঞ্জের জি, আর, পির হাতে অর্পণ করে।

ডাকাতি—১ জন আহত

সাগরদীঘি, ৩রা অক্টোবর—গতকাল রাত্রে এই থানার দুর্গাপুর গ্রামের শ্রীসুধীর চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত হানা দিলে একজন গ্রামবাসী গুরুতরভাবে জখম হন। ডাকাতরা গৃহস্বামী এবং তাঁর পুত্র শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তীকে মার-ধোর করে এবং নগদে ও জিনিষপত্রে প্রায় হাজার-খানেক টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। আহত ব্যক্তিকে আশংকাজনক অবস্থায় সাগরদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্ত্তি করা হয়।

॥ অকাল বোধন ॥

—হরিলাল দাস

পূজার আকাশে বাজলো মাইকের গান।
পোষাক কেনার ভিড় শেষ হলো রঙ্গীন গরবে।
মায়ের সুমুখে হলো মাংসল পাঁঠার বিভাজন,
নির্ভেজাল নৈবেদ্য এলো কৃষ্ণবিপণী হতে—
মুনাফাসাগর-রত্নাকর দিলেন মোটা চাঁদা ;
জমে উঠেছিল উৎসবের রং।

ভোলানাথের সিদ্ধির প্রসাদে
প্রতিমা-নিরঞ্জন হলো মহা ধূমধামে।
হেসে খেলে চলে গেলো দিন।

কাঙ্গালিনী মেয়ে ছিলো দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
তাই নিয়ে হলো কত নাটকের অভিনয়।
হাততালি পড়লো দিকে দিকে—
তারপর, পূজা-উৎসব-অন্তে, হেমন্ত—আরাম।

রামচন্দ্র করে গেছেন অকাল বোধন।
তারপর আর মায়ের পূজার কাল এলো না কখনও,
কাঙ্গালিনী মেয়েদের পূজা দেবার দিন—আসে নি
এখনও।

নোটীশ

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

৪০/৭১ মনি

বাদী—জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ
বিবাদী—শ্রীদেবনারায়ণ পাল

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ জঙ্গিপুর সাকিমের বৃন্দাবন পালের পুত্র শ্রীদেবনারায়ণ পালের বিরুদ্ধে রঘুনাথগঞ্জ সদর ফেরী ঘাটের ১৯৬৫-৬৬ সালের ইজারা বন্দোবস্তের বকেয়া ৩৯০০-০০ টাকার দাবীতে জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালতে ৪০/৭১ মনি মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। উহাতে আপনার কোন আপত্তি থাকিলে ৯/১১/১৯৭২ তারিখে বা তৎপূর্ব্বে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া জানাইবেন। অন্যথায় এক তরফা শুনানী হইয়া যাইবে। ইতি ৫/৫/৭২

By Order of the Court
Sd/- H. K. Roy, Sharistadar,
Ist Munsiff's Court, Jangipur.

জঙ্গিপুরের কড়চা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যে যুগে পূজা-মণ্ডপগুলি চোঙা প্যাণ্ট পরিহিত লম্বা জুলফিধারী রোমিওদের বীভৎস রুচিবিকার এবং অশালীন কথোপকথনে মুখরিত থাকতে দেখা যায় সে যুগে তরুণ শিল্পীদের এমন ধরণের মহৎ অথচ শোভন শিল্প-প্রয়াস তাদের রুচি ও কৃষ্টিবোধের পরিচয় বহন করেছে আলোচ্য পূজা-মণ্ডপে তাতে সন্দেহ নাই।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া ও ধাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- অল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৩ই নভেম্বর, ১৯৭২

৯/৭১ অন্য ডিঃ সফিদ সেখ দেঃ গেলেমান বিবি দাবি ৮৮-১০ টাকা থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বৈদপুর ৪৩ শতকের কাত ১-৪৪ তন্মধ্যে ১৬ শতক আঃ ৭৫৲ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৩ই নভেম্বর, ১৯৭২

১১/৭১ অন্য ডিঃ মহম্মদ সেরাজুল হক দেঃ কুড়ানী বেওয়া দাবি ১০৬-১৯ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে অনুপনগর ৫ শতকের কাত ৫০ পয়সা] তন্মধ্যে ⁄১২৩ ধূল বাদে বক্রী জমি নিলাম হইবে। আঃ ১০০৲ খং নং ৬৯২০ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব।

॥ রচনা প্রতিযোগিতা ॥

আহিরণের শ্যামলী পাঠাগারের উদ্যোগে শ্রীশ্রীঅরবিন্দের জীবনীর উপর ৭/১১/৭২ এর মধ্যে সম্পাদকের ঠিকানায় একটি রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়েছে।

সর্ব্বসাধারণের জন্য ক-বিভাগ : প্রবন্ধের শব্দ সংখ্যা হবে ২৫০০ এবং উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের জন্য খ-বিভাগ : তাদের প্রবন্ধের শব্দ সংখ্যা হবে ১৫০০।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম

কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।